১। নিম্নলিখিত *যে কোনো একটি* বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রাকারে বিবৃত করুন ঃ (নাম-ঠিকানার পরিবর্তে X, Y, Z লিখুন।) ৪০

(ক) বিশ্ব জলদিবস ঃ জলসমস্যা ও সমাধান

(খ) পর্যটন শিল্পে অতিমারীর প্রভাব

(গ) সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের ভাষা

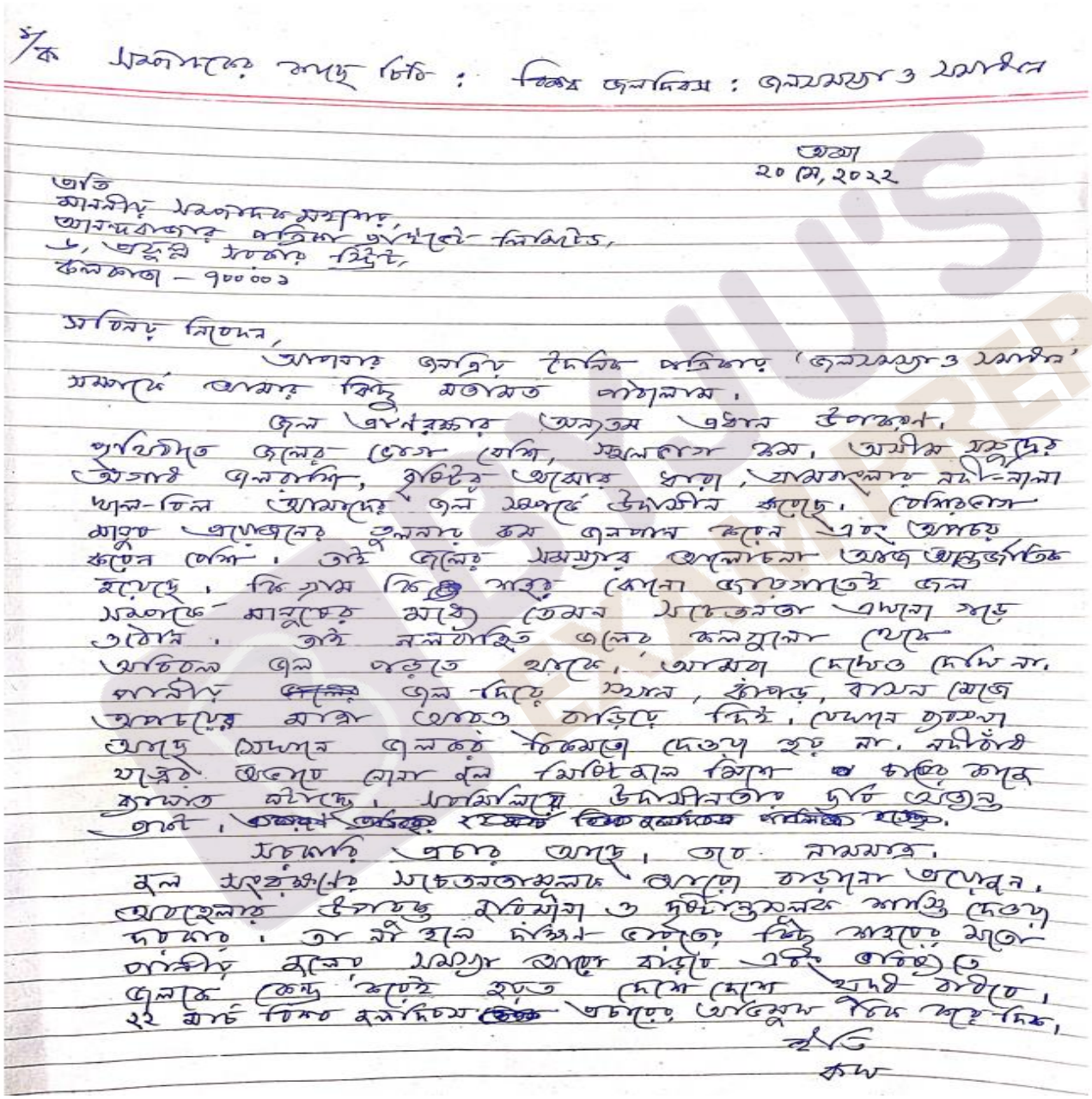

১/ক সম্পাদকের সমীপে চিঠি : বিষয় জলদিবস : জলসমস্যা ও সমাধান

তারিখ
২০ মে, ২০২২

প্রতি
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা – ৭০০০০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার 'জলসমস্যা ও সমাধান' সম্পর্কে আমার কিছু মতামত পাঠালাম।

জল আমাদের অন্যতম প্রধান উপাদান, পৃথিবীতে জলের ভাগ বেশি, স্থলভাগ কম, অসীম মহাদের অগাধ জলরাশি, নদীটির আমার ধারণা, আমাদের নদী-নালা খাল-বিল আমাদের জল সম্পর্কে উদাসীন করেছে। বেশিরভাগ মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহার করেন এবং অপচয় করেন বেশি। তাই জলের সমস্যার আলোচনা আজ আন্তর্জাতিক হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কিছু সত্য কোনো ব্যাপারেই জল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে তেমন সচেতনতা এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই নলবাহিত জলের কলযুগের থেকে অবিচল জল পড়তে থাকে, আমরা দেখেও দেখি না, পানীয় জল দিয়ে স্নান, কাপড়, বাসন মেজে আমাদের মাত্রা ছাড়িয়ে দিই, যেখানে চাহিদা আছে সেখানে জলকর ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, নদীবাঁধ যন্ত্রের অবাধে নোংরা জল বর্তমান শিল্প ও কলকারখানা করছে, সমস্যাটির উদাসীনতা দূর করতে হবে।

সচেতনতা প্রচার আছে, তবে নামমাত্র, মূল সমস্যার সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান বাড়ানো প্রয়োজন, অপচয়ের ঠিকমতো দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গির শাস্তি দেওয়া দরকার। তা যদি হয় তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার মতো সমস্যা অনেক কমে যাবে এবং জলকে কেন্দ্র করেই হয়ত দেশে দেশে যুদ্ধ বাধবে।

২২ মার্চ বিশ্ব জলদিবস উপলক্ষে আপনার বহুমূল্য দিন আমাদের।

ইতি
কথা

BYJU'S EXAM PREP

সম্পাদকীয় বিষয়ে অভিমতের জন্য পত্র

অজয়
২৩ মে, ২০২২

প্রতি
সম্পাদক মহাশয়
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অত্যন্ত কলমচি সৌরভ পত্রিকার 'সম্পাদকীয় বিষয়ে অভিমতের জন্য' সম্পর্কে আমার কিছু মতামত পাঠালাম।

যখন মানুষের মনে উন্নত হয়ে, মানবিকতাকে দু'হাত দিলে অগ্রগতির সাথে নিবিড় হওয়ার মানসে চিন্তাভাবনা আরও উন্নতি হয়। বহু মানুষের মধ্যে সেসময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্কৃতি আরও পুষ্টি হয়। তাই সাহিত্য জন্মেছে যেমন তেমনি শিল্পকর্ম, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, যা মানুষের জীবনযাপনকে মুক্তি দিলে গেছে ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। তবে মানুষ যে বিনোদন সবসময় তুলনা করে গেছে, কারোর সহযোগী, কারোর নিজেকে তৈরী করে ফেলে। এতদিনে কোনো বিষয় নয়। তাই সাহিত্য চর্চাকে পাইকে সমৃদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়ে পড়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আবার নিজের পরিচিতি নিয়ন্ত্রণে চিত্র করেছেন, সাহিত্যে তাদের হয়নি, ফলশ্রুতি তারা হয়েছে উপেক্ষিত। তবে মানুষ শেষ পর্যন্ত জিতেছে, ধৈর্য, সংযমের জন্য মহামারী পরাভূত হয়েছে, আবার সাহিত্য করে সমৃদ্ধিয়েছে, সৌজন্য লাইব্রেরি পরিচিত ঘুরে দেখছি। সম্পাদনের মতন বাড়তিদের চেষ্টা আমাদের মিলিত মেলে ধরছে। আশাবাদী হয়ে।

এ বিষয়ে আপনার পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ আশা রাখি।

ইতি
ক খ

২। নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন ঃ 40

'যুদ্ধে কেবল প্রাণহানিই ঘটে না, পরিবেশও বিপন্ন হয়।'

সমসাময়িক প্রতিবেদন

সুযোগ পেলে আবারও লিখব না, পরিশ্রম বিনষ্ট হয়।

অপূর্ণনীড়

মানুষ এতোদিন শেষ বেঁধেছে বাঁচার জন্য। সুবিধা অসুবিধা হাতিয়ার সবসময় আপন অস্তিত্ব রেখেছে, গোষ্ঠীজীবন থেকে যুযুধান এক কালের মাধ্যমে একসময় একত্ব আবার অনিশ্চিত হয়েছে। মুষ্টিমেয়দের উপভোগ করার জন্য ধরণীকে সাজানো হয়েছে। কোন প্রাচীনতম বিস্মৃতি নিয়ে যেখানে নিরক্ষরতার ছোঁয়া লাগতেই কমল, সোপান ও অধিকারের উদ্ভব বাসনা আরও লালায়িত হয়েছে, বনজীবনে রব করেছে ফুল, ফল ও সূর্যের এবাধিকার আবার জেগেছে। তবে বর্তমানেই যেন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আজও অমানুষের হাতেই সব নামক সত্তার জন্ম দিয়েছে, মানুষই মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। দেশে দেশে মতবাদের জন্ম সুধু মানবতা বিলুপ্ত হয়নি, পরিশ্রম অতিবৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি।

পূর্বাভাস সমস্ত সমাধানের ক্ষমতা এখ আসে না, সমস্যা দূরীভূত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখ সুখে দুঃখ সৃষ্টি হয়েছে, এর নিশ্চিত কোনো কারণ আছে না, কখনও কখনও সমস্যা সমাধান না চাইলে অহমিকায় আঘাত — কোন দুর্ঘটনায় সমাধান করার মাধ্যমে যে সমাধান হয় না মেলে তা বেশিদূর আর বিস্তৃতি পাওয়া যায় না, যুদ্ধ ও মৃত্যু সমার্থক, কোন স্বজন হারানোর কান্না কোনো কালেই ঘুচবার নয়, দুঃখের জন্যে আনন্দ মেখানে ম্লান হয়েছে, মৃত্যু নিশ্চিত কোনো বিপদের জন্য দেখে বিচার করা হয়, কালের পরিক্রমায় ১৯১৪ কিংবা ১৯৪৫ কোনটাই আনন্দ দেয় না, বরং কুর সমাজের বুকচিরে বুকে কাঁদান ধরায়, বিভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সড়ে ওঠা নগণ্যতার এক নতুন ধরণাস্তরে পরিণত হয়। যোগাযোগের মাধ্যম, আধুনিকায়ন, চিকিৎসাব্যবস্থা কোনোকিছুই বেহাই পায় না, কুসুম কোমল এবং ধৈর্যশীল অর্থনীতি পড়ে যায়, ক্ষুধা সুখের সমস্যা এবং পরে পরিণামেই উদ্ভব, জন্মহার, মৃত্যুহার, দুষ্ট ঘনবসতিতে পরিণামের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, হাল মেয়াদের কর্মসূচি ও ইচ্ছের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি একই।

৩। নিম্নলিখিত অংশের সারমর্ম (Précis) লিখুন ঃ (এর জন্য দেওয়া বিশেষ Précis-sheet ব্যবহার করুন।) ৪০

সহজভাবে আপনার জীবনে প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য বিরাজ করছে। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু সামান্য নয় —ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাসরূপে টিকে থাকতে পারে, শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা-চওড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। বসে বসে হাঁসফাঁস করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, ইতিমধ্যে সুমুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া—এর চেয়ে হেয় কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায়, নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাব এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃখবেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়।

৩। সারমর্ম

প্রাত্যহিকী

নিজের অবস্থা ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখা দরকার। প্রত্যেকের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবিকতা আছে তাকে সম্মান করা প্রয়োজন। এইভাবে ক্ষমতাগুলোকে উন্নত করতে পারলেই প্রত্যেকে সুখী হতে পারে। অন্যের দোহাই দেওয়া কিংবা নিজেকে ছোটো মনে করা উচিত নয়। প্রতিদিন নির্ধারিত কাজ সময়মতো শুরু ও শেষ করতে পারলেই যাবতীয় সমস্যা দূর হয় এবং এক অনাবিল আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধৈর্য নয়, পরিশ্রমই সফলতার মূল মন্ত্র।

৪। অনুচ্ছেদটি পাঠ করে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ ১০×৪=৪০

বেলা দশটার মধ্যেই স্টিমার খুলনা ছেড়ে রওনা হল। এখন চলেছি মানুষের ঘরকন্নার সাথী ছবির মতো ছোটো নদী দিয়ে। দুই পাড়ে ধানক্ষেত। ধান কাটা শেষ হয়েছে। বাদামি রঙের ফাঁকা মাঠ, গোরু চরছে। মাঝে মাঝে চৌকো সরষেক্ষেত। একটু পর-পরই লোকালয়; খোড়ো ঘর, ঢেউ তোলা টিনের ঘর—আম, নারকেল, কলাগাছে ঘেরা। স্নানের ঘাটে লোকের ভিড়; পাড়ের উপর ছাগলছানা লাফাচ্ছে। কোথাও নদীর ধারে হাটের জায়গা; ছোটো ছোটো টিনের চালা, গোটাকয়েক টিনের বেড়ার ঘর। পাড়ের উপর দিয়ে লোক চলাচলের পথ; নানা বেশের লোক চলেছে—কারও মাথায় ছাতি, কারও কাঁধে মোট।

আমাদের সারেং রহমত আলির নৌকা চাপা দেবার ভয় অত্যন্ত বেশি। বোধহয় কোনোদিন ও কাজ করে বিপদে পড়েছিল। কিন্তু খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। বেলা যখন দুটো, আর স্টিমার এসেছে কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি, তখন স্টিমারের বাঁদিকের ফ্ল্যাটের সঙ্গে একখানা বড়ো পাট-বোঝাই নৌকার একটা মৃদু-রকম ঠোকাঠুকি হল। ফলে নৌকাখানি

হল কিঞ্চিৎ জখম, তবে বেশি কিছু নয়। এরকম ঘটনা ঘটলে সারেংকে নিকটবর্তী পুলিশ-থানায় রিপোর্ট করতে হয়। স্টিমারের লোকজনদের মধ্যে অনেক জেলার লোক ছিল—চাটগাঁ, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিং। দেখলুম সকলে একমত যে, এ অঞ্চলের লোক বড়ো সহজ নয়, তিলকে তাল করে তোলার মতো কল্পনার দোর নাকি এদের প্রচুর আছে। সারেঙের ইচ্ছা, তার রিপোর্টটা ইংরেজিতে লেখা হয়। স্টিমারে চলনসই ইংরেজি লেখকের অভাব, সুতরাং ঘটনার রিপোর্টটা লিখে দিতে হল। কালিয়া স্টেশনে স্টিমার থামিয়ে স্টেশনমাস্টারবাবুকে সেই রিপোর্ট দেওয়া হল থানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাঁর মুখে শুনলুম, এখানে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে যে, স্টিমার একখানা পাঁচ-শ-মনি বোঝাই নৌকা চাপা দিয়ে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে।

(ক) 'এখন চলেছি মানুষের ঘরকন্নার সাথী ছবির মতো ছোটো নদী দিয়ে।'— এই যাত্রাপথে লেখকের চোখে যে ছবি ধরা পড়েছিল তা আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

(খ) 'এরকম ঘটনা ঘটলে সারেংকে নিকটবর্তী পুলিশ-থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়।'— 'এরকম ঘটনা'-টি কী? এই ঘটনার বর্ণনা দিন।

(গ) 'ঘটনার রিপোর্টটা' কাকে কেন লিখে দিতে হয়েছিল— লিখুন।

(ঘ) 'খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে' এবং 'তিলকে তাল করে তোলা'— এই বাক্যাংশ দুটির অর্থ এই অনুচ্ছেদের মধ্যে কীভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল,— নিজের ভাষায় লিখুন।

৪। বোধ পরীক্ষণ

ক) সিমার হল এক ধরনের, যা বেরিয়েছে তার নদীতে চলে। আর এই নদী যখন বাংলাদেশের হয় তখন দুই দেশের মানুষকে চেখে এড়ায় না, কারণ নদী খুব বেশি চওড়া নয়। প্রতিদিনের জীবনে তাদের বেশি হয় যে, কারণ ঘরগুলো পাড়াপড়শি বাড়ির খাবারের, দুই কারণ ঘাটগুলোতে, সাধারণত যে যেখানে খুশি মন খুলে যে। কোথাও বা হাটের দোকান, কিনে খুব, স্নানের ঘাট, নদীর পাড়ে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের মানুষ — কেউ বা মাথা ঢেকে বা দুজন মাথায় এগিয়ে চলছে।

খ) যে নদীতে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী জলযান পাশাপাশি চলতে পারে যে, বাংলাদেশের জলপথ এ ধরণের অনেক উন্নত হয়েছে, তবে যাতায়াতের সময় ঢেউ বা চলাচলে ডুবে দুটি জলযান একসঙ্গে সমান সাবলীলভাবে চলে যায়, যদি একইরকমের গতিতে হয়ে, যদিও তেমন, যখনও না হয়ে না, তাই এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যেন জরুরি অবস্থার কোনো প্রশাসনকে জানানো হয়, সেখানে যাত্রাপথ সিমারে সঙ্গে পাশে রেখেই নৌকায় যে সাক্ষর ঘটনা দুর্ঘটনা-যাবার পক্ষে পাঠানো হয়েছিল।

গ) ছোট দাঁড়ানো খেলা সেখে সিমার ছেড়ে দুটোর কাছাকাছি সমান্তরাল, কারণ একসঙ্গে কাছাকাছি, সিমারে যে পাশেরটা নৌকার হালকে ধাক্কা লাগে, এ ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনা যাবার হিসাবে হয়। কিন্তু ইংরেজিতে লেখার মতো লোক সিমারে তত একটা ছিল না, লেখক ইংরেজি জানতেন, তাই ও সাহেব হয়তো একটা অনুরোধ লেখকদের ছিল ঘটনা বিস্তারিত লিখতে হয়েছিল,

ঘ) ধোঁয়া অর্থাৎ যে এক পাশে জড়ো আছে। ঘুঁড়িয়ে চলতে হয়। খাদ হল গর্ত। যেখানে কয়লা ধোঁয়ার কথা আকৃত করে। ধোঁয়ার সাথে যে খাদের সম্পর্ক অর্থাৎ যে স্তিমে এই খাদের সৃষ্টি হয়। উদ্দিষ্ট যাত্রীদলের মধ্যে হয়ত আগুনের ভীতি দেখানো এই ছিল। কারণ কোথাও এক ভীতি সিমাদ্রিকে ধাক্কা দিলে সিমাদ্রি মধ্যে হয়ত অন্যান্য বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ এই ঘটনাই যে ঘোষণা পাচ্ছে।

'তিনজন তাল করে' বাক্যাংশটি কাহিনির সমাপ্তি সূচনা প্রকাশিত। এর অর্থ — ঘোষণা ভীতিকে আনন্দ মজা করে দেখানো, শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের কাছে স্তিমের এরকম ভীতি ঘটেছিল। সিমাদ্রি, মজা পাই কোথাই ভীতিকে ধাক্কা লাগানো ভীতি যখন খাদের দুর্ঘটনা ঘটানো হয় তখন জানা যায় — এক ঘটনা, অনেক সময়ের মধ্যে এরকমই কিছু ঘটিয়ে যায়। তা হল — তারা স্তিমার পাঁচ-ছ কারণে যখন তাদের ভীতি চলার দিকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যা কিনা আদৌ ঘটেনি।

৫। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ 80

Three days after the incident Col. - Gracy returned and gave the following account of the tragic disaster. "It was Sunday night. We were getting ready to go to sleep in our own cabins when the ship received a shock and I was thrown off the bed. I heard the cries of agony of the passengers of the ship. I looked at my wristwatch—it was just ten. In the midst of wailing on all sides I came to know that the ship had struck against an iceberg and had been seriously damaged. Death was inevitable."

৫। অনুবাদ

এক নিদারুণ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরার ঠিক তিনদিন পরে কর্ণেল গ্রেসি'র বর্ণনা অনুযায়ী —
"সেদিন রবিবার রাত। আমরা যে যার কামরায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করছিলাম। এমন সময় জাহাজে এক ভীষণ ধাক্কা লাগল। আমি বিছানা থেকে একেবারে ছিটকে পড়ে গেলাম। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের যন্ত্রণাদায়ক কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম — রাত দশটা। চারদিকে কান্নার মধ্যেও আমি ধাক্কা লাগার কারণ জানার চেষ্টা করলাম। পেরে বুঝলাম তা হল — বড় এক হিমশৈলের সঙ্গে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেয়ে আটকে গেছে এবং ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত্যু আমাদের বুঝি অপেক্ষা করছিল।"